যুগান্তর

তারিখ ... 10 MAY 2009 ...
পৃষ্ঠা ... ২ ... কলাম ... ৪ ......

কওমি মাদ্রাসার শিক্ষা কোন শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে পড়ে না : মেনন

যুগান্তর রিপোর্ট

শিক্ষা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি রাশেদ খান মেনন এমপি বলেছেন, কওমি মাদ্রাসায় দেয়া শিক্ষা কোন শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে পড়ে না। তিনি শনিবার রাজধানীতে প্রস্তাবিত শিক্ষানীতির ওপর আয়োজিত এক আলোচনা সভায় এ কথা বলেন। সভায় বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও বাংলা একাডেমীর সাবেক মহাপরিচালক অধ্যাপক ড. সৈয়দ আনোয়ার হোসেন সরকার গঠিত শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটির সদস্যদের যোগ্যতা এবং সক্ষমতা নিয়ে প্রশ্ন তুলে বলেন, যাদের দিয়ে কমিটি গঠিত হয়েছে, তাতে প্রত্যাশা পূরণ হবে না।

শনিবার সকালে সেগুন বাগিচার মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর মিলনায়তনে সম্মিলিত সামাজিক আন্দোলনের উদ্যোগে, 'বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থা ও শিক্ষানীতি' শীর্ষক এই আলোচনা চক্রে অজয় রায় সভাপতিত্ব করেন। এতে অধ্যাপক অজয় রায়, অধ্যাপক ড. ম আখতারুজ্জামান, ড. হামিদা হোসেন, বিশিষ্ট লেখক সৈয়দ আবুল মকসুদ, শিক্ষক সমিতির নেতা এমএ আউয়াল, এমএ বারী, আওয়ামী লীগ নেতা অসীম কুমার উকিল, শফি আহমেদ, জাসদ নেতা নাজমুল হক প্রধান প্রমুখ আলোচনায় অংশ নেন।

অনুষ্ঠানে রাশেদ খান মেনন বলেন, সম্প্রতি সরকার মসজিদভিত্তিক শিক্ষা কার্যক্রমে যে বরাদ্দ দিয়েছে তাতে সন্দেহ দানা বাঁধছে, আসলেই কি সরকার সাম্প্রদায়িকতামুক্ত শিক্ষা চায় কিনা।

অধ্যাপক সৈয়দ আনোয়ার হোসেন বলেন, কমিটির টপ টু বটম যারা রয়েছেন, তাদের কখনও দেশের শিক্ষা নিয়ে ভাবতে, বলতে এবং লিখতেও দেখিনি; শুনিনি। কমিটির ২/৩ জন সম্পর্কে শুরুতেই প্রশ্ন উঠলেও সরকার কোন পদক্ষেপ নেয়নি। তিনি বলেন, সর্ষের মধ্যেই যদি ভূত থাকে, তাহলে ভালো কিছু আশা করা যায় না।

অধ্যাপক অজয় রায় বলেন, কওমি ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ না করা গেলে সাম্প্রদায়িকতা ও জঙ্গিবাদ রোধ যাবে না।

সৈয়দ আবুল মকসুদ বলেন, কুদরত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশনের সুপারিশ বাস্তবায়ন না হওয়ায় আজ শিক্ষা ব্যবস্থার এ হাল হয়েছে। জিয়ার আমলে যে কমিশন হয়েছে তাতে যারা সদস্য ছিলেন তাদের অনেকের নাম বলতে আমার কষ্ট ও লজ্জা হচ্ছে। অনেকে মাওলানা মান্নানের সঙ্গে বসে শিক্ষার বর্তমান অবস্থার সুপারিশ করেছিলেন। তাদের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে, জাহানারা ইমাম, পটুয়া কামরুল হাসান, অধ্যাপক সিরাজুল ইসলামসহ অনেকে। তারা পাকিস্তান, ভারত, শ্রীলংকা ঘুরে জিয়া সরকারকে যে সুপারিশ করেছিলেন তাই বাস্তবায়িত হয়েছে ৭৫-এর ১৫ আগস্ট-পরবর্তী সরকারগুলোর আমলে।